জনসংগঠন কেন্দ্রীয় সভার প্রতিবেদন
স্থান ঃ ভোলা ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।
তারিখ ঃ ২৬ জানুয়ারী, ২০১৪।

অংশগ্রহনকারী : *সহাকারী পরিচালক -মৌলিক কর্মসুচী, টিমলিডার-বিএমটিসি, আঞ্চলিক কর্মসুচী সমন্বয়কারী- ভোলা ও চরাঞ্চল এবং কক্সবাজার , চট্টগাম, নোয়াখালী, ভোলা ও ভোলা চর অঞ্চলের জনসংগঠন নেত্রীবৃন্দ।*

সভাপতি ঃ *রুমা বেগম, জনসংগঠন নেত্রী, রামু শাখা।*

সচিব ঃ *আবদুর রহমান ফরিদ-ভোলা অঞ্চল।*

সঞ্চালক ঃ তারিক সাইদ হারুন-সহকারী পরিচালক -মৌলিক কর্মসুচী

অদ্য সকাল ৯.৩০ ঘটিকায় ভোলা ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সভার সভাপতি উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভায় এডি-সিপি তারিক সাঈদ হারুনের সঞ্চালনায় নিম্মোক্ত বিষয় সমুহের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয় ।

আলোচ্য বিষয় ও সিদ্ধান্ত সমুহ ঃ

১. **গত সভার প্রতিবেদন পর্যালোচনা** *ঃ*
গত সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সমুহ পর্যালোচনা করা হয়।

১. **শাখা জনসংগঠনের মাসিক সভায় নেত্রীদের যাতায়াত ও নাস্তা ভাতা বৃদ্ধি** *ঃ*
জনসংগঠন নেত্রী মরিয়ম বেগম দাবী করেন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় শাখা জনসংগঠনের মাসিক সভায় নেত্রীদের যাতায়াত ও নাস্তা ভাতা বৃদ্ধি করা দরকার। এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে এডি-সিপি জানান ২০১৩ সাল থেকে নাস্তা ভাতা ১৫ টাকা করা হয়েছে। নেত্রীদের প্রকৃত যাতায়াত ভাতা দেয়া হয় কাজেই কোথাও যাতায়াত ভাড়া বৃদ্ধি পেলে ঠিক যে পরিমান বেড়েছে সে পরিমান টাকা দেয়া হবে।

২. **সময়মত ঋন না দেওয়া এবং সিলিং কম বাড়ানো ঃ** *জনসংগঠন নেত্রীরা দাবী করেন সমিতি পর্যায়ে কর্মী সময়মত ঋন প্রদান করেনা এবং ঋনের সিলিং সদস্যদের চাহিদামত বাড়ানো হয়না তাই সদস্যরা অন্য সংস্থা হতে আবার ঋন গ্রহন করতে হয়।এ বিষয়ে এডি-সিপি বলেন সংস্থা জুন ও ডিসেম্বর মাসে দাতা সংস্থা থেকে ঠিক মত ফান্ড পায়না এবং ব্যাংক এ সময় চাহিদামত টাকা দেয়না তাই ঋন বিতরনে কিছু সমস্যা হয়।এ বিষয়ে আমারা কাজ করবো যাতে ফান্ড সরবরাহ ঠিক থাকে এবং সংস্থা তার নীতিমালা অনুযায়ী ঋন সিলিং বাড়াবে এ বিষয়ে কোন সমস্যা হলে সরাসরি ম্যানেজারের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।*

৩. **সরকারী ছুটির দিনে সমিতি কালেকশন** *ঃ জনসংগঠন নেত্রীরা দাবী করেন সরকারী ছুটির দিনে কর্মীরা কালেকশন করতে গেলে অনেক সমস্যা হয় সদস্যরা কিস্তি দিতে চায়না তাই সরকারী ছুটির দিনে সমিতি কালেকশন বন্ধ রাখা কিনা তা জানতে চাওয়া হলে এডি-সিপি জানান পরবর্তীতে যখন সংস্থার বাৎসরিক ছুটি ঘোষনা করা হলে ব্যবস্থাপনার সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।*

৪. **ডিপিএিস ঃ** *ডিপিএস এর সদস্যরা মারা গেলে ডিপিএস আর চালানো যাবে কিনা বা ফেরত নিতে চাইলে কিভাবে নিতে পারবে তা জানতে চায় । এ বিষয়ে সঞ্চালক বলেন ডিপিএস এর নীতিমালা সর্ম্পকে সদস্যরা সঠিকভাবে জানেনা প্রায়ই ডিপিএসকে বীমার সাথে তুলনা করা হয় তাই সমিতি পর্যায়ে ডিপিএস নিয়ে আরো আলোচনা করতে হবে এবং নীতিমালা ব্যাখা করে বলেন।*

৫. **সঞ্চয় উত্তোলন ঃ** *চর মোতাহার শাখার জনসংগঠন নেত্রী কুলসুম বেগম জানান সমিতির কর্মীরা সমিতির সদস্যদের চাহিদা মোতাবেক সঞ্চয় উত্তোলন দেয়না এবং ঋন প্রদানের সময় সঞ্চয় বেশী রাখে এ প্রসঙ্গে এডি-সিপি জানান আমাদের বর্তমান নীতিমালা অনুযায়ী উমুক্ত সঞ্চয় হতে সদস্য যখন ইচ্ছা সঞ্চয় তুলতে পারে এবং নিরাপত্তা সঞ্চয় হতে নিদিস্ট কারন ছাড়া সঞ্চয় উত্তোলন করা যায়না তাই নেত্রীদের সকলকে উমুক্ত সঞ্চয় জমা রাখার প্রতি সদস্যদেরকে উৎসাহিত করতে বলা হয়*

৬. **কর্মী বদলী ঃ**
জনসংগঠন নেত্রীরা জানান ঘনঘন কর্মী বদলী করার কারনে সমিতিতে বিরুপ প্রতিক্রিয়া সৃস্টি হচ্ছে এবং সদস্যরা এত বেশি পুরুষ কর্মীদের দেখা দিতে চায়না তাই আরো বেশি সময় একই জায়গায় কর্মীকে রাখা যায় কিনা প্রস্তাব রাখেন এ

প্রসঙ্গে এডি-সিপি বলেন বর্তমানে সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী কর্মীদের বদলী করা হচ্ছে এ বিষয়ে ব্যবস্থাপনার সাথে আলোচনা করা হবে।

৭. সমিতির ব্যালেন্সিং ঃ

সংস্থা তার সদস্যাদের কাছে সচ্ছতা ও জবাবদীহিতা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সমিতির শিক্ষিত সদস্যদেরকে দিয়ে সকল সমিতির পাশবই ব্যালেন্সিং অডিট করবে এ বিষয়ে সমিতিতে সদস্যদের কে ওরিয়েন্ট করা হবে। বর্তমানে ৫ টি শাখায় পাইলট প্রোগ্রাম হিসাবে কাজ চলছে এর অভিজ্ঞতা নিয়ে পরবর্তীতে সকল শাখায় চালু করবে।

৮. *ঋন প্রদানের ক্ষেত্রে স্টাম্প ঃ জনসংগঠন নেত্রীরা দাবী করেন বিভিন্ন শাখার ঋন বিতরনের সময় স্টাম্প বাবত বিভিন্ন রকমের দাম রাখে এ প্রসঙ্গে সঞ্চালক সকলকে অবহিত করেন যে সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী ৩০০০০ টাকা উর্ধ্বে সকল ঋনের ক্ষেত্রে ৫০ টাকার স্টাম্প ব্যবহার করতে হবে। এক্ষেত্রে ভেন্ডারের কাছ থেকে ৫০ টাকার স্টাম্প ৭০ বা ৮০ টাকা ক্রয় করতে হয় এক্ষেত্রে অফিসের কোন হাত নেই।*

৯. জনসংগঠন নেত্রীদের সামাজিক কার্যক্রম ঃ

ক্রম নং	অংশগ্রহনকারীর নাম	পদবী	শাখার নাম	সামাজিক কার্যক্রম
০১	ফাতেমা বেগম	সম্পাদক	চর কুকরী মুকরী	*৩ জন মহিলাকে রাস্তার কাজ পাইয়ে দেওয়া*
০২	মাফিয়া বেগম	সহ সভাপতি	সাকুচিয়া	*১ জন গরিব মেয়ে বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা*
০৩	পারভিন বেগম	সভাপতি	মনপুরা সদর	*১ শালিশ মিমাংসা করা হয়েছে বহুবিবাহ রোধে*
০৪	কুলসুম	সম্পাদক	চর মোতাহার	*১ টি সামাজিক দ্বন্ধ নিরসন*
০৫	সোনাই রানী	সম্পাদক	চর কাজল	*২ টি বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ*
০৬	মনোয়ারা	সহ সভাপতি	ঢালচর	*১ টি আইন সহায়তা প্রদান*
০৭	কাওসার বেগম	সহ সভাপতি	ফেনী সদর	*১ টি বহূ বিবাহ রোধ*
০৮	বকুল বেগম	সামাঃ সম্পাদক	লক্ষীপুর সদর	*১ টি বহূ বিবাহ রোধ*
০৯	নুরুন্নেছা	সভানেত্রী	চকরিয়া	*২ টি বহূ বিবাহ রোধ*
১০	রুমাে বগম	সভানেত্রী	রামু	*২ টি মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রাপ্তিতে সহায়তা*
১১	নাছিমা বেগম	সভানেত্রী	চান্দগাঁও	*২ বহু বিবাহ রোধ ১ টি বাল্য বিবাহ রোধ*
১২	ছায়েরা	সহ সভাপতি	দোহাজারী	*১ টি বহু বিবাহ রোধে শালিশ ব্যবস্থা*
১৩	সেলিনা বেগম	সভানেত্রী	জনতাবাজার	*১ জনকে ডেলিভারী তে সহায়তা ২ টি যৌতুক বন্ধ*
১৪	ইয়ানুর বেগম	সম্পাদক	জিন্নাগড়	*১ টি ড্রেন তৈরীতে উদ্যোগ গ্রহন*
১৬	নিদু রানী	সম্পাদক	দুলারহাট	*২ টি বাল্য বিবাহ রোধ ৩ টি বহু বিবাহ রোধ*
১৫	বকুল রানী	সভানেত্রী	বোরহানগঞ্চ	*১ টি শালিশ ব্যবস্থা*
১৭	আনোয়ারা বেগম	সম্পাদক	বোরহানউদ্দীন	*১ টি টিউবওয়েল প্রদানে সহায়তা ও কম্বল প্রদান*
১৮	মাছুমা বেগম	সামাঃ সম্পাদক	বদরপুর	*৩ টি ভিজিডি কার্ড প্রাপ্তীতে সহায়তা*
১৯	মরিয়ম বেগম	সভানেত্রী	দৌলতখান	*১ টি বহু বিবাহ রোধে যৌতুক মামলায় সহায়তা*
২০	চন্দ্র বানু	সহ সভাপতি	চরউমেদ	*১ টি ডেলিবারীতে সহায়তা*
২১	কুলসুম বেগম	সভানেত্রী	লালমোহন সদর	*৩ টি বয়স্ক ভাতা প্রাপ্তীতে সহায়তা*
২২	সামছুন নাহার	সভানেত্রী	রাঁয়চাদ	*১ টি কালভার্ট নির্মানে সহায়তা*
২৩	মনোয়ারা বেগম	সহ সভাপতি	চরভুতা	*৪ টি ভিজিডি কার্ড পাইয়ে দেওয়া*
২৪	*তাহেরা*	*সভাপতি*	চরউমেদ	*৫ জন গরিব লোককে রাস্তার কাজ পাইয়ে দেওয়া*

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী
আবদুর রহমান ফরিদ
আরপিসি-ভোলা